সাম্প্রতিক এবং

এপার্টমেন্ট বাবলঃ আমার শেষ লেখা "**এপার্টমেন্ট বাবল বার্স্ট; কেন এবং কখন হতে যাচ্ছে?**" এর কয়েকজন পাঠক ই-মেইল করে জানতে চেয়েছেন , বার্স্ট এর দিন-ক্ষন! আসলে, এই বার্স্ট তো আর রকেট বা বেলুন বার্স্ট নয় যে, থ্রি, টু, ওয়ান কাউন্টডাউন করতে করতে নির্দিষ্ট সময়ে এক মিনিটেই ঘটে যাবে।

আমি সব সময়ই আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে ঢাকার এপার্টমেন্ট'এর দাম তূলনা করে এসেছি। গত কয়েকমাসে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান হ্রাসে ডলারে (প্রবাসীদের কাছে) এপার্টমেন্টএর দাম এরই মধ্যে ১০ থেকে ১৫ পারসেন্ট কমে গ্যাছে। আমার জানামতে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গ্যাছে ইতিমধ্যেই এবং এই বছর এবং আগামী বছর এর মধ্যেই এর সম্পূর্ন এফেক্ট সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। তবে বিভিন্ন এলাকায়, এই মূল্যহ্রাস বিভিন্ন রকম হবে।

এই বাবল বার্স্ট'এর জন্য সরকারের চেয়ে বেশী দায়ী আমাদের লোভ আর রাতারাতি বড়লোক হওয়ার মানসিকতা। তবে এই 'বাবল' ঢাকা শহরকে চিরদিনের জন্য বসবাসের অনুপযোগী একটি শহরে পরিনত করে দিয়ে গেল। একই সাথে এই বাবলের ঢেউ ঢাকা থেকে বঙ্গপসাগর পযর্ন্ত পৌছেছে! দেশের সবচেয়ে সুন্দর শহর কক্সবাজার, এই অপরিকল্পিত 'ডেভেলপমেন্ট' এর ফলে সম্পূর্ন এক মাছের বাজারের রূপ নিয়েছে, এমনকি কূয়াকাটায়'ও এর থেকে রেহাই পাচ্ছে না!

বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কঃ ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ইন্ডিয়া'র 'হোয়াইট ওয়াশ' বা বাংলায় 'ধবল ধোলাই' সম্পূর্ন হওয়ার পর সমগ্র বাংলাদেশী কম্যুনিটির মধ্যে এক ধরনের খূশীর হাওয়া বইছে, যা অনেকটা অপ্রত্যাশিত হলেও বর্তমান অবস্থায় আমাকে তেমন অবাক করে নাই। ইন্ডিয়ান ক্রিকেট দলের অনেক খেলোয়ারের'ই বাংলাদেশ সম্পর্কে কটু মন্তব্য আর নাক উঁচা ভাবই এর প্রধান কারন তাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই নাক উঁচা ইন্ডিয়ানদের আকাশ থেকে মাটিতে টেনে নামিয়ে আনার জন্য অজি'দের প্রতি রইল অভিনন্দন। অজি, অজি, অজি; অই অই অই! (শুধু মাত্র ভদ্র ও বিনয়ী টেন্ডূলকারের শততম সেঞ্চূরী না দেখতে পাওয়ায় মনটা, একটু খারাপ)।
'বেশ কিছুদিন ধরে দেবতার কাছাকাছি আসনে সমাসীন ইন্ডিয়ান ক্রিকেটারদের' দেশে ফিরে যাওয়ার পর বিমানবন্দরে কি ধরনের সংবর্ধনা দেওয়া হয় তা টিভি'তে এবং পরে ইউটিউবে বার বার দেখার অপেক্ষায় রইলাম।

ভারত বিদ্বেষী এই মনোভাব এখন দেশে বিদেশে সর্বত্র বিদ্যমান। বর্তমান সরকারের আমলে, আমার মত অনেকেরই ধারনা ছিল, ভারত সরকার হয়তো এবার বাংলাদেশ সরকারের বন্ধুসূলভ আচরনের কারনে, অনেক বড় মনের পরিচয় না দিলেও, অন্তত

সংকীর্নতার উর্ধে উঠবে এবং ভদ্রমানুষ সূলভ আচরন করবে। বাস্তবে অবস্থা হয়েছে তার ঠিক বিপরীত।

সীমান্তে বি,এস, এফ এর নিয়মিত হত্যা, টিপাইমুখ বাধ নির্মান আর তিস্তা পানি চুক্তি না হওয়ার কারনে দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের মানুষের মধ্য ভারত বিরোধী মনোভাব এখন তূংগে। ফলে স্বভাবতই **বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক** এখন সর্বকালের মধ্যে সবচেয়ে নাজুক অবস্থায়।

এই নাজুক অবস্থার জন্য বর্তমান সরকারই অনেকটা দায়ী। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহনের কিছু দিন পরই যখন টিপাইমুখ বাধ নির্মান নিয়ে পত্রিকায় বিভিন্ন খবর প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন একটি সংবাদ শিরোনাম আমার চোখে পরেছিল।

"টিপাইমুখ বাধ নির্মান হলে, বাংলাদেশ লাভবান হবে"

পানি সম্পদ মন্ত্রী রায় রমেশ চন্দ্র

আমি প্রথমে ধারনা করেছিলাম, রায় রমেশ চন্দ্র ভারতের পানি সম্পদ মন্ত্রী, কারন ভারতের একজন মন্ত্রীর পক্ষেই এই রকম সাফাই গাওয়াই স্বাভাবিক এবং তার দ্বায়িত্ব'ও বটে। একটু পরেই আমার নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না, যখন দেখলাম, রায় রমেশ চন্দ্র আমাদের দেশেরই পানি সম্পদ মন্ত্রী! কত বড় আত্মঘাতী আর অদূরদর্শী হলে, একজন মন্ত্রী এই ধরনের মন্তব্য করতে পারেন!!

ভোর হলো দোর খোলো, দীপুমনি উঠরেঃ বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কের এই নাজুক অবস্থার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রী দীপুমনি'র ব্যার্থতা'ও অনেকাংশে দায়ী। রাজনীতি'তে অনভিজ্জ, পররাষ্ট্র নীতিতে সম্পুর্ন অজ্জ, এই অটোগ্রাফ শিকারী চিকিৎসক'কে যখনই পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দ্বায়িত্ব দেওয়া হয়, সেই দিনই আমি আতংকিত হয়েছিলাম।

বাবা ৫০ বছর আগে বঙ্গবন্ধুর সহকর্মী ছিলেন, আর মেয়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর একান্ত বাধ্যগত, শুধুমাত্র এই কারনেই পুরস্কার স্বরুপ দীপুমনি'কে এমন গুরুত্বপূর্ন মন্ত্রনালয়ের দ্বায়িত্ব দেওয়া একেবারেই অনুচিত হয়েছিল। দীপুমনি'কে পুরস্কার স্বরুপ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের উপ মন্ত্রী বা প্রতি মন্ত্রী'র দ্বায়িত্ব দেওয়া যেতে পারতো! যেমন দেওয়া হয়েছে, শিরীন শারমীন চৌধুরী'কে, একই ধরনের যোগ্যতার কারনে।

ঘটনা এখানেই শেষ নয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের দ্বায়িতে নিয়োগ দেওয়া হলো আরো কয়েকজনকে, প্রতিমন্ত্রী র্মযাদায়, ডঃ হাছান(হাসান নয়) মাহমুদ, সুদূর আমেরিকা প্রবাসী ডঃ গওহর রিজভী এবং আরো এক আমেরিকা প্রবাসী ডঃ আব্দুল মোমেন'কে। এখন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের দিকে তাকালে মনে হয়, ঢাকা ইউনিভার্সিটির কোনো ফ্যাকাল্টি।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে, অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ জননেতা মরহুম আব্দুর রাজ্জাক, ভারতের সাথে ফারাক্কা চুক্তি করতে সমর্থ্য হয়েছিলেন। অথচ এই বতর্মান সরকারের আমলে শুধুমাত্র প্রশ্নাতীত আনুগত্য না থাকার কারনে, আব্দুর রাজ্জাক,, তোফায়েল আহমেদ এর মত দক্ষ রাজনীতিবিদদের অকেজো করে রাখা হয়েছিল বা এখনো হচ্ছে।

এই ধরনের নীতি যে কতটা ভ্রান্ত, ভবিষ্যতই তা প্রমান করবে। **ব্যাক্তির পছন্দের চেয়ে জাতীয় স্বার্থ'কে যে অগ্রাধিকার দিতে হয় তার জ্বলন্ত উদাহরন আমাদের চোখের সামনেই আছে।**

আওয়ামী লীগে ডানপন্থী ও ৫০ এর দশকে রাজনীতিতে বংগবন্ধুর প্রতিদন্ধী হিসাবে পরিচিত, খন্দকার মোশ্তাক ছিলেন কট্টর ভারত বিরোধী। বংগবন্ধু এই খন্দকার মোশ্তাক'কেই পানিসম্পদ মন্ত্রী পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন, যাতে ভারতের সাথে ফারাক্কা নিয়ে দরকষাকষির সময়ে অযথা কোন রকম ছাড় দেওয়া না হয়।

(এই খন্দকার মোশ্তাক পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, সে অন্য কাহিনী এবং এই নিয়োগের সাথে সম্পর্কহীন; কারন খন্দকার মোশ্তাক'কে অন্য মন্ত্রনালয়ের দ্বায়িত্ব দেওয়া হলেও সে এই বিশ্বাসঘাতকতা'ই করতো)।

ডাঃ আর ডঃ এ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি, কোন প্রেস্ক্রিপশনে'ই কাজ তো হচ্ছেই না, বরং একের পর এক সাইডএফেক্ট (পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া)' এ দেশের পররাষ্ট্রনীতি'র অবস্থা এখন হ য ব র ল।
এই প্রসংগে 'সাইডএফেক্ট' নিয়ে একটা গল্প মনে পড়ে গেল,

দারুন তর্ক হচ্ছিল এলোপ্যাথিক আর হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের মধ্য "কোন পদ্ধতির চিকিৎসা ভাল" এই নিয়ে;

হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারঃ 'ভাই, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার কোন সাইড এফেক্ট নাই'

এলোপ্যাথিক ডাক্তারঃ 'ঠিকই বলেছেন ভাই, যেই চিকিৎসার কোন এফেক্ট'ই নাই, তার সাইড এফেক্ট থাকে কি ভাবে"!!!

ডাঃ দীপূমনি'কে সরিয়ে দিয়ে একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের হাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় দিয়ে দেখা যেতে পারে। প্রতিবেশী দেশের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার হাত থেকে আমাদের দেশ হয়তো, রক্ষা পেলেও পেতে পারে।।

পাদটীকাঃ আমার মনে হয় শুধুমাত্র সরকারের সমলোচনা না করে আমাদের প্রত্যেকের'ও কিছু করা উচিত। আমি কখনোই ভারতীয় বা পাকিস্তানী পন্যের ভক্ত ছিলাম না। আমি সবসময়ই বাংলাদেশী পন্য ক্রয় করে থাকি। এখন থেকে আমি ও কয়েকজন বন্ধু সম্পূর্নভাবে ভারতীয় পন্য বর্জন করা শুরু করেছি। আমার মতে, সেটাই হবে আমার পক্ষে করনীয় সবচেয়ে সহজ এবং ফলপ্রসু প্রতিবাদ।

বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের প্রতি বিশেষ অনুরোধ, ইন্ডিয়ান ক্রিকেট দলের এইসব 'হোয়াইট ওয়াশ' বা বাংলায় 'ধবল ধোলাই' এবং ইনিংস পরাজয়'কে ভবিষ্যতে উদাহরন (যেমন, ইন্ডিয়া'ও তো ইনিংস ডিফিট খায় বা অস্টেলিয়া'ও তো ইন্ডিয়ার বিরূদ্ধে ৩ উইকেটে ৫০০ রান করেছিল) হিসাবে ব্যাবহারের চিন্তা থেকে অন্তত ৫০০ হাত দূরে থাকুন। ধন্যবাদ।

নাজমুল আহসান শেখ, ২৯ জানুয়ারী, ২০১২সিডনী, victory1971@gmail.com